Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৭ জুলাই, ২০২১

৪৪ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২৬ জুলাই, ২০২১, সোমবার, ৯ শ্রাবণ, ১৪২৮

সাধনা মল্লিক-কে স্মরণ করলেন বর্ধমান জেলার মানুষ

সাধনা মল্লিকের জীবন সংগ্রাম আজকের প্রজন্মের কাছে প্রেরণা : বৃন্দা কারাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া : সমান অধিকার, নারীমুক্তি, প্রগতির পথে সব মানুষকে শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রয়াত সাধনা মল্লিক। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের দিনগুলিতে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর বাড়ি ও ছাপাখানায় আসা-যাওয়া ছিল এ জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্বদের। সেই প্রভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন নিজেও। কখনো নেতৃবৃন্দের দেওয়া গোপন চিঠি পৌঁছানো বা অন্য এলাকা থেকে আসা সাথীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এটা তো ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কাজ, যা তিনি করতেন হাসিমুখে আনন্দে। সেই হাসিমুখ নিয়ে সারা জীবন পথ চলেছেন মানবমুক্তির সংগ্রামে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রতিহত করেই। সেই সাধনা মল্লিক-কে স্মরণ করলেন বর্ধমান জেলার মানুষ কাটোয়ার নজরুল মঞ্চে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় মহিলা নেত্রী ও সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাত, মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী, সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক ও জীবনসঙ্গী অচিন্ত্য মল্লিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার। সাবেক বর্ধমান জেলার সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ব্যাপক সংখ্যক মানুষ উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রয়াত সাধনা মল্লিকের প্রতি।

সাধনা মল্লিকের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বৃন্দা কারাত বলেন, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেই উঠে এসেছিলেন সাধনা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত বাধাকে ভেঙে একজন কমিউনিস্ট হিসেবে নিজেকে পরিণত করেছিলেন। সাধনার মতো কমিউনিস্টরা পার্টির গর্ব। গত শতকের

—এরপর চারের পাতায়

অধ্যাপক সুনীল সাঁই-কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ জুলাই, বর্ধমান : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ তিন দশক আগে যে কাজ শুরু করেছিল 'টাটা ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' আজ সে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। তারা 'সায়েন্স পপুলাইজেশন' ও 'পাবলিক আউটরিচ' কমিটি তৈরি করেছে। প্রয়াত সুনীল সাঁই-এর স্মরণসভায় কথাগুলি বললেন বিজ্ঞানী ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরবিন্দ দাশ। সুনীল সাঁই ২৪ এপ্রিল প্রয়াত হন। আজ তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি জাগরী সভাকক্ষে। করোনাবিধি মেনে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম কোঙার, প্রয়াত সাঁই-এর স্ত্রী অঞ্জু সাঁই, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ পাল, কল্লোল ঘোষ, রামপ্রণয় গাঙ্গুলী প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকেই স্মৃতিচারণ করেন। বিজ্ঞান আন্দোলন, স্বাস্থ্য আন্দোলন ও শিক্ষক হিসাবে তাঁর ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

লোকাল ট্রেন চালানোর দাবিতে মেমারিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২৩শে জুলাই : ডি.ওয়াই.এফ.আই মেমারি-১ পূর্ব ও পশ্চিম মেমারি-২ ও মন্তেশ্বর এই চার এলাকার যৌথ উদ্যোগে এদিন বিকেলে মেমারি রেল স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ যুবদের। লোকাল ট্রেন চালানোর দাবিতে ও উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারি ছাত্রীকে ধর্মীয় তকমা দেওয়ার প্রতিবাদে, হাওড়া-বর্ধমান মেনলাইন শাখার মেমারি স্টেশন চত্বরে বাম-যুবদের অবস্থান বিক্ষোভ হয়।

যুব নেতা বিরেশ্বর নন্দী বলেন, ভ্যাক্সিনেশন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দুর্নীতি করছে। যাদের প্রকৃত ভ্যাকসিন-এর প্রয়োজন তাদের কে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য কেন্দ্র দুই সরকারি ধর্মের নামে বিভাজন সৃষ্টি করছেন। হোটেল রেস্টুরেন্ট বার খুলে গেলেও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন যদি ট্রেনে ওঠে, সেক্ষেত্রে করোনা বেড়ে যাবে বলে লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করছে না রাজ্য সরকার।

অবিলম্বে সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিক কেন্দ্র সরকার না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অনুপম ঘোষ, তন্ময় মণ্ডল ও সুরভী টুডু সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রয়াণ দিবসে লক্ষ্মী সায়গলকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৩ জুলাই : ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গলের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে স্মরণ করেন মহিলারা। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পূর্বস্থলী আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী স্টেশন বাজারে স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমেই ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, আলেয়া বেগম, বাসন্তী কুরী, ঝুমা দত্ত, ভারতী দাস প্রমুখ। দেশের জন্য লক্ষ্মী সায়গলের ঐতিহ্যময় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন অঞ্জু কর, ঝুমা দত্ত, বাসন্তী কুরী প্রমুখ।

শিক্ষক নেতা স্মরণে রক্তদান কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ জুলাই : রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ, রেড ভলেন্টিয়ার দের সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় প্রয়াত শিক্ষক নেতা নিশীথ রঞ্জন কুমারকে। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে সিঙ্গারকোন ব্রাইট ক্লাব প্রাঙ্গণে ১৯ তম স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ২৫ জন শিক্ষক রক্তদান করেন। তার আগে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রাধেশ্যাম দাস। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধক বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা গণআন্দোলনের নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থানীয় রেড ভলেন্টিয়ার্স তহবিলে দেড় হাজার টাকা সহায়তা দিয়ে এদিনকার স্মরণ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

এস.এফ.আই-এর নিত্যপালের ৫০ তম শহিদ দিবস স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ জুলাই, বর্ধমান : বিবেকানন্দ কলেজ গেটে শহিদ নিত্যপাল স্মরণে ৫০ তম প্রয়াণদিবস পালন করলো এস.এফ.আই। ১৯৭১ সালে ২৪ জুলাই তিনি খুন হন ছাত্র পরিষদের হাতে। অপরাধ গণটোকাটুকির বিরোধিতা করেন এস.এফ.আই কর্মী হিসেবে। এদিন বিবেকানন্দ কলেজ গেটে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মাল্যদান ও নীরবতার মধ্যে দিনটাকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী, বিশ্বজিৎ হাজরা, দিব্যেন্দু নন্দী, উশষী রায়চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভাপতিত্ব করেন শহর লোকাল কমিটির সভাপতি তিতাস ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন দেবাশীষ সেন, দীপঙ্কর দে। নিত্যপালের বাড়িতে গিয়ে একটি বুলেটিন পরিবারের হাতে দেওয়া হয়। শহিদ নিত্যপাল স্মরণে কাঞ্চননগরে স্মরণসভা হয়। ছিলেন সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক অরিন্দম মৌলিক, গোপাল দাস, মদন কর্মকার প্রমুখ।

কর্মরত অবস্থায় চালকল মিস্ত্রির মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ জুলাই : কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয় এক চালকল মিস্ত্রির। মৃত কালাচাঁদ হালদারের (৫১) বাড়ি কালনা থানার বন্দেবাজ গ্রামে। পূর্ব সাতগেছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তাতিপাড়া মোড়ে একটি ধানকলে কাজ করতো। এই ধানকল-এর মালিক জগন্নাথ পাল জানান, সকালে ধানকলের বেল্ট লাগানোর জন্য সে কুড়ি ফুট উপরে উঠেছিল। সেখান থেকে মাথা ঘুরে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ডাক্তারবাবু দেখে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিনই মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

গলসীতে কোটি টাকার গাছ বিক্রি অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ২৪ জুলাই : গলসী থানার মসজিদপুর পঞ্চায়েতের প্রায় ১০ কিমি রাস্তার দুপাশে থাকা প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের গাছ গত দুমাস ধরে কেটে পাচার করার ঘটনাকে ঘিরে গোটা গ্রাম জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে স্থানীয় বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার নাম করে গলসী বিডিও-র কাছে ২২ জুলাই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গ্রামবাসীরা। একইসঙ্গে জেলা বনাধিকারিকের কাছেও তাঁরা এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, মসজিদপুর অঞ্চলের ইটারু গ্রামের বাসিন্দা তথা তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি গুল মহম্মদ মোল্লা সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নামে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড় নিতে শুরু করেছে। সবমিলিয়ে গোটা ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনাও তৈরি হয়েছে গ্রামে।

মসজিদপুর পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত দুমাস ধরে রাস্তা সংস্কারের অজুহাতে রাস্তার দুধারের প্রায় দু হাজার গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আশংকা প্রকাশ করেছেন দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ না হলে বাকি যে সমস্ত গাছ আছে সেগুলোও আর থাকবে না। অভিযোগকারীদের দাবি, কাটা

গাছগুলির বর্তমান বাজারদর অন্তত ১ কোটি টাকা। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, গলসি থেকে শিকারপুর যাওয়ার দূরত্ব প্রায় ১৪ কিলোমিটার। রাস্তার দু'পাশেই রয়েছে কয়েশো গাছ।

প্রথমদিকে গ্রামবাসীরা কিছু জানতে না পারলেও পরবর্তীকালে গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার যে একটা চক্র কাজ করছে সেটা প্রকাশ্যে চলে আসে। আর এরপরই গ্রামবাসীরা প্রশাসনিক মহলে অভিযোগ জানান। যে সমস্ত গাছ রাস্তার দুধারে লাগানো ছিল সেগুলো হল সোনাঝুরি, শিরিশ, বাবলা সহ একাধিক জাতের বৃক্ষ।

যদিও গুল মোহাম্মদ মোল্লা এই ঘটনায় তার নাম জড়ানোর বিষয়ে বলেন, এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ। এর আগেও ২০২০ সালে নভেম্বর মাসে এই এলাকার গাছ চুরির বিষয়ে মসজিদপুর এলাকার বাসিন্দারা গলসি থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কেউ ধরা পড়েনি। এবারও যারা এই গাছ কেটে পাচারের ঘটনায় জড়িত তাদের গ্রেফতার করুক পুলিশ।

মসজিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অশোক বাগ্দী বলেন, আমরা আগে বিডিও অফিসে বলেছিলাম। তাদের কথামত থানায় অভিযোগও করেছিলাম। কিন্তু কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় দুষ্কৃতীদের সাহস বেড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ বাঁচানোর আবেদন জানিয়েছে।

নতুন চিঠি

২৬ জুলাই, ২০২১

ফল যখন লজ্জা

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যখন ততটা প্রবল নয়, তখন এ বছরের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হল না, স্থগিত হল। পরবর্তীকালে নানা টালবাহানার পর মুখ্যত প্রশাসনিক পরামর্শে তা পরিত্যক্ত হল। পরীক্ষা না হলেও শিক্ষার্থীদের বছর যাতে নষ্ট না হয় তাই 'ফল' প্রকাশের উদ্যোগ নিল পর্ষদ ও সংসদ। শিক্ষাবিদদের দূরে রেখে বিচিত্র ফর্মুলা তৈরি করে যে ফল প্রকাশ করা হল তা মাথা হেঁট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। মাধ্যমিক স্তরে সবাই পাশ, প্রথম বিভাগে অতিরিক্ত ভালো নম্বর শতকরা ৯০ জনের, নজিরবিহীনভাবে প্রথম স্থানাধিকারীর সংখ্যা ৭৯ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে সাফল্যের হার ৯৭.৬৯ শতাংশ, ৫০০-র মধ্যে ৪৯৯ পেয়ে তালিকাশীর্ষে এক ছাত্রী, প্রথম দশে স্থান রয়েছে বিভিন্ন স্কুলের ৮৬ জনের।

দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার যাঁরা ব্যবস্থাপক ও তাঁদের মাথায় রয়েছেন যে সব নীতি নির্ধারক, প্রকাশিত ফল তাঁদের সকলের অদূরদর্শিতা এ অপদার্থতার প্রমাণ হিসেবে ইতিহাসে থেকে যাবে। যে-কোনো পরীক্ষা শিক্ষার্থী বিষয়টা আসলে কতটা শিখতে পেরেছে তাই যাচাই করে। সেই অর্থে মার্কশিট হল দক্ষতার প্রমাণপত্র। শিক্ষকহীন, পরিকাঠামোহীন ধুঁকতে থাকা বিদ্যালয়গুলির প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে এবছরের সাফল্যের উচ্চহার ও মান সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধিকাংশ বিদ্যার্থী সকল বিষয়ে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন হতে পারে না। এটা ঘটলে সমগ্র ব্যবস্থার ভিতটাই নড়ে যায়। তাছাড়া ৭৯ জন শীর্ষ স্থানাধিকারী হলে ওই স্থানটি যে বিরল মেধার পরিচায়ক হিসেবে এতাবৎকাল চিহ্নিত হয়ে এসেছে, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। এ জি গার্ডিনার কবেই বলে গেছেন বিরলতাই মূল্যসৃষ্টি করে। হীরে যদি নুড়ির মতো সহজলভ্য হয় তাহলে আর তার কদর থাকে না। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বিশ্লেষণ করলে আমাদের বিস্ময় আরো বাড়ে। গতবারে যেখানে 'O' অর্থাৎ Outstanding গ্রেড ছিল ৩০২২০ ছাত্র-ছাত্রীর, এবার তা পেয়েছে ৯০১৩ জন। A+ ছিল ৮৪৭৪৬, হয়েছে ৪৯৩৭০। পক্ষান্তরে ৬০-৬৯ শতাংশ মার্কস পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১০২৬৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬৫১৮৬। অর্থাৎ বিসমিল্লায় গলদ থাকার জন্য উচ্চ মেধার বিদ্যার্থীরাও গড়পড়তার ঘরে এসে স্থান নিয়েছে।

অর্থাৎ গৃহীত ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি। ঘটেনি যে তার বড় প্রমাণ ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওয় এক ছাত্রকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, সে সবেতে লেটার মার্কস পেয়েছে কিন্তু বই-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না, এমনকী প্রদত্ত মার্কশীটও সে ভালো করে পড়তে পারছে না। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিকে যে পরীক্ষা হয়নি, তাতে কম সংখ্যক হলেও কেউ অকৃতকার্য কী করে হয়, সেই সঙ্গত প্রশ্ন উঠছে। এদিকে অকৃতকার্যরা যে আসলে কম যোগ্য নয়, অবস্থার শিকার, স্কুলে স্কুলে তাদের বিক্ষোভ সেটাই প্রমাণ করে। এটা লজ্জার যে ব্যবস্থাপকদের খামখেয়ালিপনার শিকার হতে হল একটা প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে।

সামাজিক মাধ্যমে তাদের নিয়ে টিপ্পনি মোটেই সমর্থনীয় নয়, কারণ তারা অন্যের পাপের দায় বহনকারী মাত্র। কিন্তু বাস্তবচিত্র যেটা দাঁড়াবে, ৯৫ শতাংশ মার্কস নিয়েও অনেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখায় বা পছন্দের বিষয়ে উচ্চ স্তরে পড়াশোনার সুযোগ পাবে না। এ অবস্থায় তাদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরতে বাধ্য। এমনকী মাধ্যমিকের সমস্ত সফল শিক্ষার্থীকে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির পরিকাঠামো নেই। এ রাজ্যের দুর্ভাগ্য, যাঁরা জানেন, বোঝেন তাঁদের কথা কেউ শোনে না, মানে না।

মাধ্যমিকে সেরা সায়নকে সংবর্ধনা সায়নীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ জুলাই : এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার ৬৯৭ পেয়েছে ৭৯ জন পরীক্ষার্থী। সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে কালনা শহরের বড় মিত্র পাড়ার সায়ন মণ্ডল। সেই সায়নকে বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানালেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সায়নী দাস। কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ছাত্র সায়ন সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েও সন্তুষ্ট নয়। তার কথায় লড়াই ছাড়া জয় পাওয়াটা মোটেও আমার ভালো লাগছে না। পরীক্ষা দিয়ে এই নম্বার পেলে আমি আনন্দ পেতাম। আমার বিশ্বাস আমি পরীক্ষা দিলেও এই নাম্বার পেতাম। ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সায়নী দাস-এর বাবা রাধেশ্যাম দাস নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা নেতা। তিনি এদিন সায়নীর সঙ্গে সায়নদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, সায়নের আরও বড় হওয়ার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি। সায়নের স্বপ্ন জেনেটিকস নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানী হওয়া। তার স্বপ্ন পূরণ হোক।

বিজুরে জমির আন্দোলন

অনিল মাইতি

২৫ জুলাই মেমারি ও মন্তেশ্বর থানার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম স্মরণীয় দিন। এদিন বিজুরে জোতদারের নির্দেশে পুলিশ ও সি.আর.পি-র গুলিতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন কালো মুর্মু ও মিল্লাল সেখ।

১৬ মার্চ ১৯৭০। অজয় মুখার্জীর বেইমানিতে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন হয়। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ও গঠিত হবার পর রাজ্যে হাজার হাজার বিঘা খাস জমি ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে বিলি করা হয়। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাজারি সংবাদপত্রগুলি 'অরাজকতা'র ধুয়ো তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পতনের পর উৎসাহিত হয় ওই সংবাদপত্রগুলি। উৎসাহিত হয় জমিচোর জোতদার মহাজন গোষ্ঠী।

ফ্রন্ট সরকার না থাকলেও রাজ্যের ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুররা তাদের প্রাপ্ত খাসজমি রক্ষায় বদ্ধপরিকর। শুরু হয় উদ্বৃত্ত ও বেনামে জমি দখলের লড়াই। বিজুরের কুখ্যাত জোতদার ধনু-মনু দত্তর ছিল প্রচুর উদ্বৃত্ত জমি। ৮ মে ১৯৭০, বিজুরের মাঠে প্রায় ৮০ বিঘা উদ্বৃত্ত জমি দখল করে চাষ করা হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, নীলু ভট্টাচার্য, লসো হেমব্রম ও গোপাল সরেন। জোতদার-নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যা মামলা করে। গ্রামে বসায় পুলিশ ক্যাম্প। দিনে রাতে চলতে থাকে পুলিশি টহল, নেতৃত্বের বাড়িতে হামলা। ফলে নেতৃবৃন্দকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হয়।

নেতৃত্বের নামে মিথ্যা মামলা ও পুলিশি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মেমারি ও মন্তেশ্বর থানার কৃষকসভা ও সিপিআই(এম) নেতৃত্ব যৌথভাবে বসে সিদ্ধান্ত করে ২৫ জুলাই বিজুরে প্রতিবাদ মিছিল হবে। দুটি মিছিল দু'দিক থেকে এসে বিজুর গ্রামে ঢুকবে। মেমারি থানার বড়পলাশন অঞ্চল ও মন্তেশ্বর থানার মাঝেরগ্রাম অঞ্চল উত্তরদিকে থেকে এসে পশ্চিম দিক দিয়ে বিজুর গ্রামে ঢুকবে। অপর দিকে দক্ষিণে ধনুইয়ের মোড়ে কুচুট অঞ্চল, বিজুর অঞ্চল ও সাতগেছিয়া অঞ্চলের কিছু অংশ জমায়েত হয়ে মিছিল করে যাবে বিজুরে। আমরা ছিলাম দক্ষিণ দিকে।

২৫ জুলাই ১৯৭০। ধুনুইয়ের মোড়ে তখন প্রচুর মানুষের জমায়েত। ওখানে এসেই জানতে পারলাম, পুলিশ বিজুর গ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। ফলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় মিছিল বিজুর গ্রামে ঢুকবে না। গ্রামে ঢোকার আগে যে আদিবাসী পাড়া আছে তার আগেই মিছিল শেষ করা হবে। উত্তরদিক থেকে আসা নেতৃত্বও সেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন বলে পরে জেনেছিলাম।

শুরু হলো ধুনুইয়ের মোড় থেকে মিছিল। আদিবাসী পাড়ায় যাবার অনেক আগেই পুলিশ ছুটে এসে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায়। লাগে কালো মুর্মুর বুকে। সঙ্গে সঙ্গে টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। মিছিল ছত্রভঙ্গ। আমরা ক'জন কালো মুর্মুকে তুলে আনতে চেয়ে ব্যর্থ হই। কারণ তখনও মুহুর্মুহু টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায় আমরা দিশাহারা। পুলিশ-সি.আরপি হুঙ্কার ছাড়ছে। আমরা কোনোক্রমে মাঠ পেরিয়ে দখলপুরের পুলে আসি। পরে সাতগেছিয়া বাজারে। একে একে সবাই ফিরতে থাকেন। সাতগেছিয়া বাজার থমথমে। সকলে জেনে গেছে বেনেগ্রামের একজনের বুকে গুলি লেগেছে। কিছু পরে খবর পাই পুলিশ কালো মুর্মুকে তুলে নিয়ে গেছে মেমারি হাসপাতালে। দেবকীদা ও অমিতাভদার সঙ্গে পরামর্শ করে বেনুদা, কার্তিকদা ও আমি বাসে চেপে যাই হাসপাতালে। হাসপাতালে ঢুকে বাঁদিকের একটি ঘরের দেখি শায়িত কালো মুর্মু। বুক থেকে তখনও রক্ত চুইয়ে বেরোচ্ছে। একজন পরিচিত হাসপাতাল কর্মী ছুটে এসে আমাদের সরে যেতে বলেন। কারণ পুলিশ আসছে। আমরা সরে যাই। পুলিশ মরদেহ নিয়ে যায়। আমরা ফিরে আসি সাতগেছিয়া বাজারে। সকলেই আমাদের অপেক্ষায়। ফিরে এসে জানলাম, উত্তরদিকের মিছিলও গ্রামে ঢোকেনি, তার আগেই পুলিশ গুলি চালায়। মন্তেশ্বর থানার মৌশো গ্রামের মিল্লাল সেখ শহিদ হয়েছেন। মিছিলের মানুষজন তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে।

পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে দেবকীদা, বেনুদা, কার্তিকদা ও আমি গেলাম বর্ধমান মর্গে। এলেন অরিন্দম কোঙার। সেদিন পোস্টমর্টেম হলো না। গেলাম পার্টির জেলা দপ্তরে (মুবারক বিল্ডিং)। বিনয় চৌধুরী সব শুনে জানালেন, তাঁর সঙ্গে হরেকৃষ্ণ কোঙারের টেলিফোনে কিছু কথা হয়েছে। তবে বিস্তারিত জানবার জন্য এখনই একজনকে কলকাতার রাজ্য দপ্তরে গিয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙারকে জানিয়ে আসতে হবে। দায়িত্ব বর্তাল আমার উপর।

গেলাম রাজ্য দপ্তরে। হরেকৃষ্ণ কোঙার সমস্ত ঘটনা আমাকে লিখতে বললেন। আমি পাশের একটি ঘরে বসে লিখলাম। হরেকৃষ্ণ কোঙার তা দেখে কিছু সংশোধন করে বললেন—পরিষ্কার করে লিখে 'গণশক্তি' দপ্তরে দিয়ে যেন তাঁর বাসায় যাই। আমি পরিষ্কার করে লিখে চোখ বুলোচ্ছি, এলেন সরোজ মুখার্জী। তিনিও সমস্ত লেখাটা পড়ে নিয়ে নিলেন। জানালেন আজই 'গণশক্তি'-তে বোরোবে।

গেলাম বেনেপুকুর রোডে, হরেকৃষ্ণ কোঙারের বাসায়। তিনি জানালেন ৪ আগস্ট সাতগেছিয়া খেলার মাঠে হবে প্রতিবাদসভা। তিনি থাকবেন। থাকবেন বিনয়দা (চৌধুরী)। আমাদের ক'জনের নাম করে তিনি জানালেন, আমরা যেন সভাস্থলে না থাকি। তারপর দেবকীদা, বেনুদা ও কার্তিকদা মেমারির কোথায় আমার অপেক্ষায় আছেন জানার পর জানালেন, আমি যেন মেমারি স্টেশনে না নেমে বাগিলা স্টেশনে নেমে বাগিলার কমরেডদের নিয়ে দেবকীদাদের কাছে যাই। তাঁর কথামতোই নামলাম বাগিলা স্টেশনে, তখন সন্ধ্যাউত্তীর্ণ।

বাগিলার তারক বাগ আমার কাছে সমস্ত শোনার পর তিনি আমায় তাঁর সাইকেলে চাপিয়ে মেমারিতে দেবকীদাদের কাছে পৌঁছে দিলেন। তারপর সাতগেছিয়া বাজারে ফিরে ঠিক হলো পরদিন মর্গে যাব আমি।

পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে গেলাম মর্গে। অরিন্দম কোঙার তার আগেই সেখানে এসে গেছেন। পোস্টমর্টেম শেষ হলো দুপুর প্রায় দুটোয়। এরপর অরিন্দম কোঙার গাড়ি আনলেন। মরদেহ চাপিয়ে গেলাম সিপিআই(এম) জেলা দপ্তরের সামনে। পার্টি নেতৃত্ব মাল্যদান করলেন। এরপর বিকাল ৪টা নাগাদ মরদেহ নিয়ে এলাম সাতগেছিয়ার জীবন ঠাকুর মোড়ে। তখন সেখানে সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত। উপস্থিত সিপিআই(এম) নেতৃবন্দ। শুরু হলো মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল। গেল সাতগেছিয়া বাজারে। বাজার ঘুরে মরদেহ তাঁর অত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়—অন্তেষ্টির জন্য।

৪ আগস্টের জনসভার (প্রতিবাদ সভা) মাইক প্রচার করা যায়নি পুলিশের অনুমতি না পাওয়ায়। ৩-৪ জন বসে দিনে রাতে লেখা হলো পোস্টার। পাঠিয়ে দেওয়া হলো সমস্ত এলাকায়। চললো মুখে মুখে প্রচার। চিঠির মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে গেল নেতৃত্বের কাছে।

সভার দিন শ্যামাপদ ঘোষালের (মানকুদা) তত্ত্বধানে তৈরি হলো সভামঞ্চ। তখন সাতগেছিয়া খেলার মাঠ ছিল পাকা রাস্তার পর থেকেই। ছিল না রাস্তার ধারে কোনো দোকান। ছিল না গো-বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র। ফলে মাঠ ছিল বিরাট। মাঠের পূর্বদিকে শীলে পুকুরের পাড় ছিল বেশ উঁচু। দুপুরের পরই বিশাল পুলিশ ও সি.আর.পি. বাহিনী সারা মাঠ ঘিরে ফেললো। দখল নিল শীলে পুকুরের পাড়।

এই সময় দীর্ঘ পথ হেঁটেই মিছিল যাবার রীতি ছিল। মিছিলে মাইক ব্যবহার হতো না। বিকাল তিনটা থেকেই আসতে থাকে মিছিল। প্রথম মিছিল মন্তেশ্বর থানা ও বড়পলাশন অঞ্চলের। তাঁরা মাঝের গ্রামে জমায়েত হয়ে মিছিল শুরু করেন। নেতৃত্বে অমিয় গাঙ্গুলী, অবনী হাজরা, সুনীল হাজরা, কাশীনাথ হাজরা, গফুর সেখ প্রমুখ। ঝিকড়ার পুলে মিছিল আসতেই পুলিশ ও সি.আর.পি. বাহিনী মিছিলের গতি রোধ করতে এলে তাকে প্রতিহত করেই মিছিল আসে সভাস্থলে। কুচুট ও বিজুর অঞ্চলের মিছিলের নেতৃত্বে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আলি মিদ্যে, মানস নন্দী প্রমুখ। বিশাকাপাড় মোড়ে এ মিছিলের গতি রোধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় পুলিশ। দুর্বার গতিতে মিছিল আসে। বোহার, বড়ডা ও বানেশ্বরপুরের মিছিলের পুরোভাগে দেবকী ঘোষ, অমিতাভ সিংহরায়, বাসুদেব নাথ প্রমুখ। রায়বাটি মোড়ে পুলিশ থাকলেও মিছিলের রুদ্রমূর্তি দেখে পুলিশ বাধা দেয়নি। গন্তার অঞ্চলের মিছিলের নেতৃত্বে বোরহান আলি মণ্ডল, মেহের আলি মণ্ডল, গণেশ হাঁসদা ও গোবর্দ্ধন যশন (তখন তাঁর বয়স ৮০ উত্তীর্ণ)। মুন্সিডাঙার মোড়ে পুলিশ থাকলেও বাধা দিতে পারেনি। শ্রীধরপুর হাটতলায় জমায়েত হয় দেবীপুর অঞ্চলের নলসাঁড়া, গোবিন্দপুর, ইজবাহা এবং সাতগেছিয়া অঞ্চলের কালীবেলে ইত্যাদি গ্রামের। মিছিলের সামনে গঙ্গাধর হেমব্রম, কালিপদ সাঁতরা, পশুপতি ঘোষ, কেবল মজুমদার প্রমুখ। শ্রীধরপুর হাটতলা থেকে সাতগেছিয়া গ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘদিন এই মিছিল। এই প্রথম সাতগেছিয়া গ্রামের মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা গরিব ঘরের মহিলাদের সাথে মিছিল সভায় যোগ দেন বাবলু শীলের মায়ের নেতৃত্বে।

সাতগেছিয়া খেলার মাঠ ছাপিয়ে রাস্তা এমনকি বাজার পর্যন্ত শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষ। মানুষের স্রোত। সাংবাদিকদের ভাষায় ৪৫ থেকে ৫০ হাজার মানুষের সমাবেশ ছিল এদিন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিনয় চৌধুরী। সাতগেছিয়া বাজার কমিটির পক্ষ থেকে শহিদ পরিবারের জন্য ৫ হাজার টাকা তুলে দেন বিনয় চৌধুরীর হাতে। সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর হরেকৃষ্ণ কোঙার তাঁর দীর্ঘ প্রায় আড়াই ঘন্টার বক্তব্যে পুলিশের ভূমিকার তীব্র ভর্ৎসনা, শ্লেষ ও কঠোর সমালোচনায় মুখর হোন। তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন জোতদার ধনু-মনু দত্তর বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, এই সময়েই ১৩ মে ১৯৭০ শ্রীধরপুরের মাঠে মুন্সিডাঙার কমলাকান্ত ঘোষের ৬৩ বিঘা উদ্বৃত্ত জমি দখল করে চাষ করা হয়। ধান কাটার দিন জোতদার পুলিশ ও সিআরপি নিয়ে এসে হামলা চালাতে গেলে পার্বতী কিস্কুর নেতৃত্বে বিরাট মহিলা স্বেচ্ছাসেবক দল তাদের ঘিরে ফেলে বলেন—এ জমি আমরা চাষ করেছি, আমরাই ধান কাটছি, তোমরা যদি গুলি চালাও আমরা তির চালাতে বাধ্য হবো। তখন প্রায় হাজার দুয়েক মানুষ এসে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ ও সি.আর.পি

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

ফুলমণি

মনামী ঘোষ

ছোটগল্প

ক্লাস নাইনে এসে ভর্তি হয়েছে ফুলমণি হালদার।

প্রথম দিন ক্লাসে গিয়ে নতুন মুখ দেখে নাম জানতে চাইলাম। নাম বলল খুব কুণ্ঠা নিয়ে। বাকি মেয়েরা সব মুখ লুকিয়ে হাসছে। বললাম, নাম কে দিয়েছে?

বলল, মেসো।

ফুলমণি কার নাম ছিল জানো?

মাথা নেড়ে না বলল। আমি সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শোনালাম। মেয়ের মুখ ঝলমল করে উঠল।

মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতি। পড়াশোনায় খুব ভালো নয় তবে চলনসই। গলাটি ভারি মিষ্টি। ভালো আবৃত্তি করে।

কিছুদিন পর ক্লাসে গিয়ে দেখি ফুলমণি মুখ ভার করে বসে আছে। অন্য মেয়েরা বলল, পাড়ার কিছু ছেলে ওকে টিজ করছে কদিন ধরে,

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে
কোলে ফুলি দোলে দোলে

বললাম, ওরা ওর নাম জানলো কী করে! মেয়েরা চুপ করে থাকলো। বোঝা গেল ওদের মধ্যেই কেউ বলেছে।

আমি বোঝালাম, লজ্জার কিছু নেই। মনখারাপ করো না। ওরা জানেনা এটা ওদের দুর্বলতা। তোমার তো কোনও ত্রুটি নয়। কাল যদি ছেলে গুলোকে দেখো স্কুল পর্যন্ত আসতে তাহলে জানিও।

পরেরদিন তো তারা খবর পেয়ে গেছে। তাই স্কুল পর্যন্ত আর আসেনি। ফুলমণিও আর কিছু বলেনি। আমিও অ্যানুয়াল প্রোগ্রামে মেয়েদের নাটক করাবো বলে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিতে নাটক। ফুলমণি নাটকে ফুলমণির পরিচয় করিয়েছিল—

সাঁওতাল বিদ্রোহে নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। তারাও অস্ত্র ধারণ করেছিল। একটি সাঁওতাল বিদ্রোহী দলের প্রধানকে গুলি করে হত্যার পর দেখা যায় তিনি পুরুষের ছদ্মবেশে নারী। সিদু-কানু-চাঁদ-ভৈরবের বোন ফুলমণিকে শত্রুরা গণধর্ষণ ও হত্যা করে রেললাইনের পাশে ফেলে দিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে বোঝাই যায়, ফুলমণি বিদ্রোহে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিল; এ কারণেই শত্রু পক্ষ তাকে খুঁজে বের করে তার সম্ভ্রম নষ্ট করে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তাকে স্মরণার্থে আজও সাঁওতাল পল্লীতে গান শোনা যায়—

এ ফুল দেলা ফুল
রেলগাড়িরে দেজোক ফুলেম তাইনমোক কান
রেলগাড়িরে দেজোক দাই বগেতেঞ বতোরক
ইঞদঞ রুয়াড় চালাক অড়াক তেগে।

(বঙ্গানুবাদ : এই ফুলমণি তাড়াতাড়ি চলো, ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে; দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার খুব ভয় করে, আমি ট্রেনে উঠব না, আমি দুমকা জেলাও দেখব না, আমি বাড়িতে ফিরে যাব।)।

(সাঁওতালি গানটি ও বঙ্গানুবাদ মিথুশিলাক মুর্মুর ব্লগ থেকে পাওয়া)

।। অরণ্য জঙ্গল।।

ফুলমণিরা ডাক দিয়েছে
পা চালিয়ে চল
শাসন শোষণ মানব না আর
বুক চিতিয়ে বল
অরণ্য জঙ্গল
আমার অধিকারের জমি
আকাশ বাতাস জল
জান লড়িয়ে রুখে দেবো
যা কিছু সম্বল
অরণ্য জঙ্গল
প্রতিশোধের অগ্নিশিখা
জ্বলুক অচঞ্চল
দামিন ই কোহ ভরুক
সেরেঞে মাদল
অরণ্য জঙ্গল

ফুলমণি বেশ পরিচিতি পেয়ে গেল সবার কাছে। সেই জন্যই ব্যাপারটা ধরা পড়লো। এক মাসের মধ্যে ফুলমণি তিনদিন এসেছে। বাকিদিন অনুপস্থিত। ওর সঙ্গে নাইনের আরও একজন এবং ক্লাস টেনের একজনেরও তাই। খোঁজ করে জানলাম স্কুলের নাম করে বেরোয়, তারপর মাঝপথ থেকে তিনজন কোথায় চলে যায়! ফুলমণি দিদার কাছে থেকে পড়াশুনা করে। মা মারা গেছেন। বাবা অন্য জায়গায় থাকেন। দিদা কে ডেকে পাঠানো হল। ফুলমণিও সঙ্গে এল। দিদা বললেন, রোজই স্কুলের জন্য ইউনিফর্ম পরে বেরোয়। তারপর কী করে উনি জানেন না। ফুলমণিকে প্রচুর চাপ দেওয়ায় ও বলল, বাকি দুটি মেয়ে ওকে নিয়ে ওই টিজ করা ছেলেদের দলের সাথে একটা ঘরে নাচ গান প্র্যাক্টিস করে!

সে কী কথা! নাচ গান প্র্যাক্টিস করতে এমন লুকোচুরির কী দরকার! ঘরটাই বা কাদের? শোনা গেল ১০ কিমি দূরে শহরতলির একটি ঘর। সেখানে অন্য স্কুলের কয়েকজন মেয়েও যায়।

ফুলমণিকে খুব চাপাচাপি করায় জানা যায় ওটা ড্রাগের ঠেক।

সর্বনাশ, পুলিশে খবর দিতে হবে তো!

ফুলমণিকে আগে অ্যাসাইলামে পাঠানো দরকার।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওর অবস্থা এখনও ততোটা খারাপ হয়নি। বাড়িতে রেখে ওর কাউনসেলিং করলে ফল পাওয়া যাবে।

ওকে দিদার হেফাজতে রাখতেও ভয় করছে। যদি আবার পালায়!

কী করবো ভেবে পাচ্ছি না। সন্ধে ৭টা বাজতে চললো। সেই ১০টায় বেরিয়েছি। স্কুলটাইম পেরিয়ে গেছে। মা চিন্তা করবে। ভাবলাম আজ ওকে বাড়িতে রেখে বসি। কাল সকালে পুলিশে খবর দেবো।

ফুলমণি আমাকে বারবার বলছে, আপনি কিছু করবেন না মিস। ওরা খুব খারাপ। আপনার ক্ষতি করে দেবে।

কিন্তু সব জেনেও চুপ করে থাকলে মেয়েগুলোকে বাঁচাবো কীভাবে! আরও তো অনেক মেয়ে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে!

মাথা কাজ করছে না! রাত্রে একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নেবো। ফুলমণিকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম। ও কথা দিয়েছে, আর ওখানে যাবে না।

বাড়ি ফিরছি। মাথায় হাজারটা চিন্তা তালগোল পাকিয়ে গেছে। হঠাৎই একটা বাইক জোরে এসে ধাক্কা মারল। আমি ছিটকে পড়েছি। আর জ্ঞান নেই।

নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে আছি। মা রেগে আগুন। বলছে, এসব কেউ একা একা করতে যায়! একা কী করতে পারবি তুই? খুন হয়ে যেতিস তো আর একটু হলেই।

দুদিন পরে ফুলমণি এল। বলল, মিস, আমার নামটার মর্যাদা রাখতে হবে তো আমাকে! পুলিশকে সব বলেছি। ওদের তুলে নিয়ে গেছে।

আমার এবার সত্যি সত্যিই ভয় করতে লাগলো! ফুলমণির পরিণতি যেন আগের মতো না হয়!

মা-কে নিয়ে কয়েকটা কথা

সুকান্ত দে

একই বয়সের দুজন পুরুষ
একজন প্রেমিক আরেকজন পিতা

দুজনকে দুহাতে নিয়ে
একটা দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি

আমার বয়স্ক মা দড়ির প্রান্তে বসে বারবার ডাকে
একবার শুনে যা
শোন!
খেয়েছিস?
বয়স বাড়ছে বাইরের খাওয়াটা কমা

বেড়াল কাঁদলে তাড়ায়, জল ছেটায়
আর আমার দিকে ঘুরে বলে
গরম পড়েছে খুব, বেশি করে জল খাস

এত অর্থহীন কথা বলে সারাদিন
অনেক সময় না শুনেই হুঁহাঁ দিয়ে দিই
মা সেসব উত্তর
নিজের প্রশ্নের নিচে নিচে
পুরনো ডাকটিকিটের মতো চিটিয়ে রাখে

যখন একা থাকে
আমার সেই সব হুঁ হাঁ ঘাড় নাড়া
প্রবাসী ছেলের চিঠির মতো বারবার পড়ে
আর একা একাই কথা বলে

হাতে পায়ে জোর নেই, গাঁটে বাত
হাত থেকে থালাবাসন পড়ে বারবার
মা ওগুলোর সাথেও চেঁচিয়ে ঝগড়া করে

কদিন ঠিকমতো কথা না হলে
দড়ি ধরে ঝাঁকায়
আমার একহাতে প্রেমিক অন্যহাতে পিতা
টলমল করে
আর আমি বিরক্ত হই
চিৎকার করি

মা তখন আমার ছোটবেলাটা কোলে নিয়ে
সামনে থেকে চুপচাপ উঠে যায়

নতুন কবিরা জাগো

কাকলি ঘোষ

'ম্যায় হুঁ আপনে শিকস্ত কী আওয়াজ'-কবে যেন লিখেছিলাম আমি।
আজ গোরস্থানে একা শুয়ে শুনি ফেলে আসা
জনপদের হাহাকার।
হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, আমি মির্জা গালিব।
রোঁয়া ওঠা লখনৌর পাঁজরে পাঁজরে আজো জেগে
আমার শের শায়রী, আমার গজল।।
তুমি শুনতে পাচ্ছে? কল্লোলিনী কলকাতার বুকে শুয়ে আছি আমি।
আমাকে একটু মদ এনে দিতে পার গৌর?
বড়ো জ্বালা, বড়ো জ্বালা। আমি ঘুমুতে চাই।
ঘুমহীন এ শহর কাঁদায় আমায়। বেচাকেনা হয়ে যায়
সর্বস্ব। প্রেয়সীর প্রেম, মায়ের মমতা সব, সব।
সব কিছুর বেসাতি চলে এখানে।
প্রিয়া আমার কিছুই দিতে পারিনি তোমায়। আমার কবিতা তোমায় দিতে পারেনি এক বিন্দু স্বস্তি,
একমুঠো ভাত আমাদের সন্তানদের। তবুও কবিতা তোমার প্রেমেই ছিলাম আজীবন মশগুল।
চিনতে পারছ? হ্যাঁ আমি সেই, বাস যার যশোরে সাগরদাঁড়ি, কপোতাক্ষি তীরে। আমি মধুসূদন।।
কবে যেন আমি বাংলার পথে পথে খুজেঁ ফিরেছি
হাসের পায়ের ঘুঙুরের শব্দ, গাংশালিকের নীল ডানা,
নাটোরের বনলতা সেন-ধূসর পান্ডুলিপি—
আমি জীবনানন্দ।।
আমি মির্জা গালিব, আমি মধুসূদন, আমি জীবনানন্দ,
আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইশে শ্রাবণ চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছে তোমাদের জানি।
বোঝেনা রবি কবি অস্ত যায় না কখনো।।
আমরা কোন সুদূর নীহারিকার দেশ থেকে রোজ রাতে তোমাদের জোনাক জ্বলা জানালার পাশে
এসে দাঁড়াই । ফিস ফিস করে ঝরে পড়া পাতার
শব্দের মতো বলি--কবি, তোমরা ঘুমিও না।
এবার তো ওঠো। দেখ, তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য/জীবনকে চায় ভালোবাসতে.....
এঁদের মতো লেখ, এক বিন্দু মৃত্যু ছেচেঁ অমৃত জীবনের কাহিনি।
মুছে ফেলে সব ভাবালুতা লেখ সেই তাঁদের মতো কবিতা—
কামারের হাপর টানার মতো, কৃষকের ফসল রোয়ার মতো,
রাজমিস্ত্রির হেইও ডাকের মতো, কাজহীন ছেলেটির স্বপ্নালু চোখদুটোর মতো,
দশটার হাসফাঁস বাবুটির মতো, একা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো------একটি কবিতার লাইন।
জাগো নতুন কবিরা জাগো-------
মৃত্যুর ওপারে, তোমাদের একটি পংক্তির অপেক্ষায়
আমরা আজো জেগে।।

ভগনাডিহি মরে না...

যযাতি দেবল

দহন শেষে অঝোর ধারা ঝর ঝর
সোঁদা মাটির গন্ধে উতল হাওয়া
এমনদিনে লড়ছে কারা আজ
সিধু কানু চাঁদ-ভৈরব!--সবার মাথায় তাজ;
স্বপ্ন ছিল,লড়াই ছিল উজান ঠেলে যাওয়া;
আমার সিধু বলছে হেঁকে—সবাই লড়াই কর...
আমার কানু বলছে লড়াই;আজকে লড়াই কর
দেশটা শুধু নয়কো মাটি, মানুষ দিয়ে গড়া
মানুষ তোরা; রুখে দাঁড়া-বাঁচার জন্য লড়া
চাঁদ কুড়াবো আমরা সবাই বৃষ্টি মাখবো গায়ে
এদেশ আমার এদেশ তোমার বাঁচবো ভায়ে-ভায়ে
বাঁচার জন্য এই লড়াইয়ে অস্ত্র হাতে ধর
কালো বেনে ধলো বেনে—বেনের নিকেশ চাই
শোষণ করা হাত দুটোকে মুচড়ে দেব তাই
জমিদারের চামচেরা সব সামাল সামাল সামাল
আসছে ছুটে চাঁদ-ভৈরব আসছে ধেয়ে কামাল
আজকে হুল, হুল বুলাবুল হুল কখনও হারে না
রক্তে ধোওয়া সিধু কানু; ভগনাডিহি মরে না..

বলি

কুশল দে

বন্ধু,
সময়কে মনে রাখতে হয়
সময়কে বলি দেওয়া
এত সহজ নয়।

সূর্যাস্তের পর জেগে থাকে নক্ষত্রকুল
আর জেগে থাকে লক্ষ্মীপ্যাঁচার দল
নিশাচর প্রাণী সকল।
তারাই বলে দেয় ভোরের পূর্বাভাস।
তারা জানে সূর্যাস্তের পর
একদিন হবেই নতুন সূর্যোদয়।

বন্ধু,
সূর্যের মতো হোক তোমার পরিচয়।
হিম বুকের ভিত নড়ে যাবেই একদিন
মাত্রকদিন।

কবি ও কবিতা

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

কবির বুকেই অন্য এক কবি—
সেই জলছবি—
ছবির ভিতরে কবির সংসার
এসেছে জোয়ার
জনজোয়ারেই কবি লেখে কবিতা—
আনন্দ, ব্যথা—
সুখেদুখে জনস্রোত, কবি ভেসে যায়
অন্য কবি মুখোমুখি
দুহাত বাড়ায়।

জয়শ্রীর শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্নে বাধা অভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ জুলাই : গরিব ঘরের মেয়ে জয়শ্রী সাহারায়ের এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল হয়নি। জয়শ্রীর মতে পরীক্ষা না হওয়ার কারণে এই ফল। দুই বছর আগে তার মাধ্যমিকে নাম্বার উঠেছিল ৬৩৩। এবছর উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষা না দিয়েও বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী নাম্বার পেয়েছে ৪২৩।

বিষয় ভিত্তিক নম্বর হল—বাংলা-৮৪, অঙ্ক-৮৪, পদার্থ বিজ্ঞান-৮৬, জীবন বিজ্ঞান-৮৩, রসায়ন বিজ্ঞান-৮৬। মাধ্যমিকের পর সে ভৌত বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা না হওয়ার জন্য অনেকটাই হোঁচট খেয়েছে। তবুও শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন পূরণে এখনো অবিচল। কিন্তু এই মেধাবী ছাত্রীর সেই স্বপ্ন পূরণের পথে প্রধান বাধা হল আর্থিক দুর্বলতা।

জয়শ্রী সাহারায়ের বাড়ি নাদনঘাট থানার দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রা গ্রামে। প্রবল আর্সেনিকপ্রবণ মাদ্রা গ্রামে জয়শ্রীর বাবা রামকুমার সাহারায়ের একটি সেলাইয়ের দোকান আছে। ছেঁড়া ফুঁটো জামা কাপড় সেলাই করেই তাদের কোন রকমে সংসার চলে। মা দুর্গা সাহারায় বাড়িতে বিড়ি বেঁধে সংসারকে কিছু সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু করোনা আবহ সেই কাজেও এখন অনিশ্চয়তা। এমত অবস্থায় বাবা-মার আয় থেকে পয়সা খরচ করে জয়শ্রীকে পড়াশুনা করানো অসম্ভব। তাই এই মেধাবী মেয়েটির স্বপ্ন পূরণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ও সংস্থার আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত জরুরি যোগাযোগ--৬২৯৫৮৭২৪৪৯

বাড়ির ছাদ আস্ত জমিতে পরিণত করেছেন অশোকবাবু

কিশোর মাকর : ছাদে আম, জাম, কাঁঠাল পেয়ারা, লিচু, আখ। সে কি সম্ভব! এখানেই শেষ নয় কুমড়ো, ঝিঙে, সহ নানান সবজি। এর একটিতেও নেই রাসায়নিক সার বা ওষুধ। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন শহরের অশোক কুমার রায়। ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি ছেড়ে তিনি নতুন নতুন উদ্ভাবনী সৃষ্টিকে কাজে লাগাচ্ছেন। নিজের বাড়ির ছাদকে আস্ত জমিতে রুপান্তর ঘটিয়েছেন। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওয়াটার প্রুফ শীট বসিয়ে নানান ধরনের বেড তৈরি করেছেন। সঙ্গে আছে মাছ চাষ। ধানের তুষ, ছাই সবজি খোসা অল্প মাটি ব্যবহার করে ছোটো থেকে প্রকাণ্ড বৃক্ষের সমারোহ। বাড়তি কোনো জল লাগছে না। মাছের জলটাই বাগানে ব্যবহার হচ্ছে। অশোকবাবুর পুত্র জানালেন ১২ বছর ধরে এই প্রকল্প চলছে। সবটাই জিরো রাসায়নিক জৈব সার ব্যাবহার হয়। মাছের জলটাই গাছের আহার। বাড়ির কর্মচারি সহ পঞ্চাশ জনের খাবারের সংস্থান হয়। আরো জনালেন বাড়ির সদস্যদের জিরো মেডিসিনে চলছে গত পাঁচ বছর। যা অনেকটাই অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। অশোকবাবু জানালেন ওয়াটার প্রুফ নিজেরাই তৈরি করি। ছাদে কেউ প্রজেক্ট তৈরি করতে চাইলে প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা দিয়ে থাকি। মিউনিসিপালিটি এই প্রকল্প নতুন বাড়ি তৈরি করতে বাধ্য করলে শহর একদিকে গ্রিন সিটি হবে অন্যদিকে ছাদের আয়ু কয়েকগুণ বাড়বে। কমবে রুমের তাপমাত্রা। এছাড়া ঘরের জলের অপচয় রোধ হবে।

ভ্যাকসিন নিয়ে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ জুলাই : করোনা ভ্যাকসিনে দলবাজি নিয়ে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর লোকাল কমিটির উদ্যোগে এদিন কালনা মহকুমা হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দিয়ে বিভিন্ন দাবি করা হয়। দাবিগুলি হল বিনামূল্যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের টিকাকরণ-এর কাজ এক বছরের মধ্যে শেষ করা, টিকাকরণের কাজে সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করা, টিকাকরণের দ্বিতীয় ডোজ প্রাপকের অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি প্রথম ডোজের টিকাকরণ শুরু করা, টিকাকরণের শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রদত্ত শংসাপত্র যাতে দেশের সর্বত্র গৃহীত হয় তা নিশ্চিতকরণ করা এবং টিকা নিয়ে জালিয়াতি দুর্নীতি দলবাজির সমস্ত পথ বন্ধ করা। এদিন কালনা হাসপাতালের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় দাবিগুলির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, অরুণাভ চক্রবর্তী, নিরব খা, পীযূষ চ্যাটার্জী, গৌতম হালদার, পীযূষ চ্যাটার্জী প্রমুখ। সনজিৎ মুখার্জি, মোহাম্মদ শাহ, হালিম শেখ প্রমুখের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দেন।

প্রান্তজন—আত্মজন (১৪)

রত্না রশীদ

জানিনা কোন্ কূটকৌশলে রেল কোম্পানি বাপিকে ছ'মাসের জন্য জামালপুরে (বিহার) ট্রান্সফার করে দিল। আমরা বর্ধমানের রেলকোয়ার্টারেই সবাই মিলে রয়ে গেলাম। বাপি নিজের খাওয়া-পরার পরোয়া কোনোদিনই করতো না, বললো—আমি ঠিক রানিংরুমে থেকে যাবো। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার দিকে লক্ষ্য রেখে এই ছ'মাসটা কায়দা করে দুদফায় এক্সটেনশন করে দু'বছরে টেনে নিয়ে গেল। বাপি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাসে একবার মাইনে পেলে সেটা বাড়িতে দিতে আসে। ওখানে গিয়েও রেলওয়ে মেনস্ ইউনিয়নের সংগঠন করতো, তবে তার খুঁটিনাটি আমি এখান থেকে অতো বুঝতে পারতাম না।

দূরে থাকতো বলেই বাপিকে এখানকার খবর জানিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি পাঠাতে হতো। বাড়ির সমস্ত চিঠি লেখার দায়িত্ব ছিল আমার। বিজয়ার প্রণামী চিঠি দিয়ে আমার চিঠি লেখার মুসাবিদা। তো চিঠি লিখতাম পিসিমা, জ্যেঠিমাদের আর মামীমাদের। শুরু করতাম, পরম পূজনীয়া....দিয়ে। বাপিই চিঠি লেখা শিখিয়েছিল, থ্রিতে পড়ার সময়। সবাই আমার হাতের লেখা ভালো বলতো, আমিও উৎসাহ নিয়ে লিখতাম। তো সেই মতোই বাপিকে লিখতাম... পরমপূজনীয়া বাপি। তারপর আগডুম বাগডুম খবরাখবর। তো, উত্তরে বাপি লিখছে—মা, তোমার চিঠিতে ভুল হচ্ছে।

এবার চিঠিটাতো আমার কাছে নেই। আমি ভেবেচিন্তে কোনো কূল পাচ্ছি না। সে মাসে আবার বাপির জরুরি কাজ থাকায় আসতে পারেনি, অন্য একজনের হাত দিয়ে মাইনের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই প্রায় সাত-আটটা চিঠি জমে গেছে বাপির কাছে, আর উত্তরে প্রত্যেক চিঠিতে অন্যান্য খবরের সঙ্গে ওই এক কথা—মা, তোমার লেখা চিঠিতে কিন্তু ভুল হচ্ছে।

মহা ঝামেলায় পড়লাম। বাপিকে পরের চিঠিতে বললাম—কোথায় ভুল একটু বলে দাও। উত্তর এলো—সেল্ফ্ কারেকশন শেখো মা।

এবার প্রত্যেক চিঠিতে কী ভুল করেছি আমি! চিঠিগুলো কি আমার মুখস্থ আছে যে সেল্ফ্ কারেকশন করবো!

দুমাস পর এক রাত্রে দশটা নাগাদ বাপি বাড়ি এলো। একথা সেকথার পর চলে এলো আমার চিঠি—অপরাধ।

—আমার চিঠি এলেই বন্ধুরা সব লাফিয়ে এসে পড়তো, কারণ আমার মেয়ে লিখেছে। আর কারোর মেয়ে ওখানে তো চিঠি পাঠায় না। হাতের লেখা দেখে তো সবাই মুগ্ধ, কিন্তু তারপর সব হাসতে থাকে। বলে, একটা বানান ভুল নেই, তবু...

—দাও আমার চিঠি, দেখি কোথায় ভুল।

বাপি চিঠির গোছা বার করে দিলো। বলে কিনা আমার সব চিঠিতে ভুল! ...রাগে আমার মুখ লাল হয়ে গেছে, কারণ কোথাও একটা ভুল খুঁজে পেলাম না।

—আমার চিঠিতে কোথাও ভুল নেই।

—ঠিক করে দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—শুরুর সম্বোধনটা পড়।

—ঠিকই তো আছে... পরমপূজনীয়া...তুমিই তো শিখিয়েছিলে।

—তখন তো পিসিমা, জ্যোঠিমা ওঁদের লিখতিস। তাই পরম পূজনীয়া। আমাকেও তাই লিখবি?

—তবে কি লিখবো?

—আমাকে বা তোর মামা জ্যেঠা সবাইকে লিখবি 'পরমপূজনীয়'। 'আ' কারটা বাদ যাবে।

ঘাড় নেড়ে না মেনে উপায় নেই, বাপি বলেছে, আর বাপি সব জানে। কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিল, এ একটা ঝামেলা। চিঠিতে সম্বোধনেও লিঙ্গভেদ! (এটা বড় বয়সে ভেবেছি)! আমি বাংলা গ্রামার বই ঘেঁটে একটা নিরাপদ পন্থা বার করলাম—'শ্রীচরণেষু' বলে সম্বোধন করার। বাবা-মা, মামা-মামি, জ্যোঠা-জ্যেঠি যাকে খুশি লেখো বাবা, নো ঝামেলা—নো মাথাব্যথা। এ ব্যাপারে আমাকে নিয়ে আর কেউ হাসাহাসি করতে পারবে না।

(চলবে)

আজকের প্রজন্মের কাছে প্রেরণা

—প্রথম পাতার পর

সাতের দশকে ভয়াবহ আতঙ্কের দিনে কাজ করা খুবই কঠিন ছিল। সেই পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে কাজ করেছেন জীবনের ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে পার্টির ন্যস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন লড়াকু সাধনা। আবার আতঙ্কের দিন ফিরে এসেছে। বিগত দশ বছর ধরে মহিলাদের ওপর আক্রমণ নির্যাতন বেড়েই চলেছে, আদিবাসীরা আক্রান্ত, আক্রান্ত গণতন্ত্র। দিল্লির ফ্যাসিস্ত সরকার একের পর এক সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। বেকারি বাড়ছে, দেশের সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে বিক্রি করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই মিথ্যা অভিযোগে জেলে পাঠানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সাধনা মল্লিকের জীবন-সংগ্রাম আমাদের প্রেরণা জোগাবে।

শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন অমল হালদার। শ্রদ্ধা জানিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। শ্রদ্ধা জানান মহারানি কোঙার, অরিন্দম কোঙার, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, সৈয়দ হোসেন, চন্দ্রবলী সেন, সুকান্ত কোঙার, তাপস সরকার, গণেশ চৌধুরী, সমর ঘোষ, তাপস চ্যাটার্জী, অপূর্ব চ্যাটার্জী, বীরেশ মণ্ডল, মনোজ দত্ত, প্রবীর মণ্ডল ও প্রয়াত নেত্রীর পুত্র অর্ণব মণ্ডল প্রমুখ।

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও বড় সাফল্য পেল কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়। উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর স্কুলের দুই কৃতী ছাত্র সৌমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৪৯২) ও সুদীপ্ত বাগ (৪৯১) রাজ্যে অষ্টম ও নবম স্থান অধিকার করেছে। স্কুলের পক্ষ থেকে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ ও মহকুমা শাসক সুরেশকুমার ভগত।

বিজুরে জমির আন্দোলন

বাহিনীকে। শেষে রণেভঙ্গ দিয়ে পুলিশ লিখে দিয়ে যায়—'যারা চাষ করেছিল, তারাই ধান কেটেছে।'

এরপর হেমন্ত রায় এখবর পৌঁছে দেন হরেকৃষ্ণ কোঙারের কাছে। তিনি ২৪ পরগণার জনসভায় শ্রীধরপুরের মানুষদের সাফল্যে অভিনন্দন জানান। যা পরদিন বাজারি সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। বিনয় কোঙার তখন মিথ্যা মামলায় জেলবন্দী। তারপর রক্তাক্ত সত্তর দশক। এগারোশো শহিদের রক্তদানের বিনিময়ে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার।

প্রতিবছর ২৫ জুলাই স্মরণ করি অমর শহিদদের।

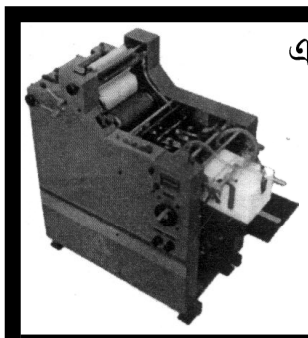

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা